আলোকিত বাংলাদেশ
the daily ALOKITO bangladesh
Date:22-02-2014 Page 04 Col 1-2 Size: 12 Col*Inc

আমলে নিন বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ

সমস্যার চরিত্র দ্বিবিধ; সঙ্কট এবং সম্ভাবনা দুটোকেই সে দাঁড় করায় একই পাটাতনে। আক্রান্তদের মর্জি হলো, কোনটাকে সে প্রাধান্য দেবে, কোনটাকে গ্রহণ করবে আর কোনটাকে ছুড়ে মারবে। সিদ্ধান্ত গ্রহণের কাজটি মোটেই সহজ নয়। এর জন্য প্রয়োজন বিচক্ষণতা, চ্যালেঞ্জ গ্রহণের সাহস, কঠোর পরিশ্রম আর সম্মিলিত উদ্যোগ গ্রহণ ও বাস্তবায়নের জন্য রাষ্ট্র-সমাজ এবং ব্যক্তির নানামুখী প্রয়াস ও প্রচেষ্টা। দেশের পোশাক শিল্পে বিদ্যমান সঙ্কট যে ওই বাস্তবতার ইঙ্গিতবাহী, তা প্রতীয়মান হয় বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) এক গবেষণা প্রতিবেদনে। যার শিরোনাম 'বাংলাদেশের পোশাক শিল্প : আধুনিকায়ন ও কাঠামোগত রূপান্তর'। এতে বলা হয়, নানা প্রতিবন্ধকতার পরেও পোশাক শিল্পে রফতানি আয় বাড়ছে। এই সম্ভাবনাকে কাজে লাগানো হলে, কয়েক বছরের মধ্যে এ আয় পাঁচ হাজার কোটি ডলারে উন্নীত করা সম্ভব। কিন্তু তার জন্য বিদ্যমান অবকাঠামো ও পরিবেশসহ বিভিন্ন বিষয়ে সংস্কার প্রয়োজন। আমরা মনে করি, পোশাক খাতের এই সম্ভাবনা আমলে নিয়ে কোনো ধরনের গড়িমসি ব্যতিরেকে আশু পদক্ষেপ গ্রহণ অপরিহার্য।

পোশাক শিল্পের সম্ভাবনা-সম্পর্কিত প্রতিবেদনে সরকার এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের প্রত্যাশা, এ দেশ থেকে ২০১৫ ও ২০২১ সালে ৩ হাজার ও ৫ হাজার কোটি টাকার পোশাক রফতানি হবে। কিন্তু তার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক ও উন্নয়ন সক্ষমতা বাড়ানোর মতো মানবসম্পদ উন্নয়নের কোনো বিকল্প নেই, যা সম্ভব না হলে প্রত্যাশা পূরণ বাধাগ্রস্ত হতে পারে। কেননা, উৎপাদিত পণ্যে সামান্য বিচ্যুতি হলেই ক্রেতারা তা নিতে চান না। এ কারণে উৎপাদন প্রক্রিয়ায় নিত্যনতুন পদ্ধতি উদ্ভাবনের গুরুত্ব সর্বাধিক। ভিশন পূরণের জন্য পোশাক শিল্পের আধুনিকায়নও জরুরি। শুধু অবকাঠামোগত নয়, প্রযুক্তিগত আধুনিকায়নও অত্যাবশ্যক। বাস্তবতা হলো, বাংলাদেশ এখন বছরে পোশাক রফতানি করে যে আয় করে তা ৯০টি দেশের অর্থনীতির চেয়েও বড়। সুতরাং, আগামীর চ্যালেঞ্জটা কতটা বিশাল ও ব্যাপক তা অনুমানযোগ্য। যাতে উত্তীর্ণ হতে হলে আগাম সতর্কতা ও প্রস্তুতিও সেরকম হওয়া চাই। আশার কথা, সরকার ও পোশাক শিল্প খাত সংশ্লিষ্টরা বিষয়টা উপলব্ধিপূর্বক আগাম আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের পরিবেশ তৈরি করেছে।

সিপিডির গবেষণা প্রতিবেদন উপস্থাপনের সময় সমাজের বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার মানুষের উপস্থিতি প্রত্যক্ষ করা গেছে, যা এই শিল্পের ও ভিশন পূরণের জন্য ইতিবাচক একটি দিক। কেননা, সম্মিলিত প্রয়াস ও প্রচেষ্টা থাকলে লক্ষ্য অর্জন অবশ্যই সম্ভব। বিগত বছরের রাজনৈতিক সহিংসতার বিরূপ ও বেদনাদায়ক অভিজ্ঞতা, রানা প্লাজা ট্রাজেডি, তাজরীন ফ্যাশনসের অগ্নিকাণ্ডসহ এই শিল্পে সংঘটিত সব কালিমা থেকে ভবিষ্যতের শিক্ষা নিতে হবে। অভিজ্ঞতার আলোয় ফলাতে হবে সোনা, ৫ হাজার কোটি ডলারের হাতছানি পূরণ হবে যার অনুপম ও গৌরবোজ্জ্বল এক দৃষ্টান্ত।

ইনকিলাব
Date:23-02-2014 Page 11 Col 1-2 Size: 16 Col*Inc

পোশাক শিল্পে প্রতিকূলতা

দেশের তৈরি পোশাক শিল্প খাতের জন্য খুব কঠিন সময় যাচ্ছে। নানামুখী প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে চলছে রফতানি-বাণিজ্যের এই শীর্ষ খাত। প্রত্যক্ষ-পরোক্ষে সাড়ে তিন কোটি মানুষের জীবন-জীবিকা নির্ভর করছে তৈরি পোশাক শিল্পের ওপর। জাতীয় অর্থনীতিতে ও সমাজজীবনে এই খাতের গুরুত্ব অনুধাবন করেন না, এমন লোক কমই আছেন। তারপরও তৈরি পোশাক শিল্প খাত সম্পর্কে পরিপূর্ণ সচেতনতা, সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত ও কার্যকর তৎপরতার অভাব সংকট সৃষ্টি ও বৃদ্ধি করে চলেছে। রাজনৈতিক অস্থিরতা, শ্রমিক অসন্তোষ, দেশী-বিদেশী ষড়যন্ত্র এই শিল্পের সঙ্গে জড়িত প্রায় সাড়ে তিন কোটি মানুষকে অনিশ্চয়তার দিকে ঠেলে দিতে যাচ্ছে। জিএসপি সুবিধা বাতিল, আন্তর্জাতিক পোশাক ক্রেতাদের সংগঠন একর্ডের কঠোর শর্তসমূহ আমাদের তৈরি পোশাক শিল্পের সামনে কঠিন অবস্থা সৃষ্টি করেছে। বর্তমানে তৈরি পোশাক রফতানিতে বছরে আয় হচ্ছে দুই হাজার কোটি ডলারের বেশি। আগামী বছর এই আয় তিন হাজার কোটি ডলার এবং ২০২১ সালে তা পাঁচ হাজার কোটি ডলার হবে, সংশ্লিষ্টরা যখন এমনটা আশা করছেন, তখন প্রতিকূল পরিস্থিতি শংকা সৃষ্টি করছে। আমাদের তৈরি পোশাক শিল্পের বাজার পাকিস্তান, ভারত, শ্রীলংকা, ভিয়েতনাম, কম্বোডিয়া ও চীনে চলে যাওয়ার আশংকা দেখা দিয়েছে। উদ্বিগ্ন বিশেষজ্ঞ মহল এই শিল্প রক্ষায় দ্রুত সরকারকে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের আহ্বান জানিয়েছেন।

বাংলাদেশের তৈরি পোশাক খাত সম্পর্কে যেসব কথা বলা হয়ে থাকে, তার সবই যথার্থ এটা বলা যাবে না। তবে যেসব সমস্যার সমাধান এখনও সম্ভব হয়নি, সেগুলো নিয়ে কাজ করতে হবে। সর্বোপরি এখনই পুরো তৈরি পোশাক খাত নিয়ে নতুন করে ভাবতে হবে। সিপিডির বিশেষ ফেলো দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেছেন, রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা, বিদেশী চক্রান্ত ও বিভিন্ন সমস্যার কারণে দেশের পোশাক খাত ক্রান্তিকাল অতিক্রম করছে। ফলে খাতটি দেশী ও আন্তর্জাতিক চাপের মুখে আছে। তাই এই খাতকে পুনর্গঠনের দিকে নজর দেয়ার সময় এসেছে। পোশাক খাতের পুনর্গঠন ও আধুনিকায়নে শ্রমিকদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বাড়ানো বড় ভূমিকা পালন করতে পারে। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য, শ্রমিক মজুরির বিষয়টি একটি জায়গায় এলেও নিরাপত্তার প্রসঙ্গটি রয়ে গেছে এবং সাম্প্রতিক সময়ে বিদেশী ক্রেতা তথা একর্ডের প্রতিবেদনে বাংলাদেশের প্রতি কঠোর শর্তজুড়ে দেয়ায় বাজার হাতছাড়া হওয়ার আশংকা দেখা দিয়েছে। বাংলাদেশের বাজার হাতছাড়া হওয়ার মধ্য দিয়ে অন্যতম প্রতিযোগী দেশ ভারতই প্রধানত লাভবান হবে। স্বনামে-বেনামে অনেক ক্ষেত্রে বাংলাদেশের পোশাক কারখানায় তাদের নিয়ন্ত্রণ তৈরি হয়েছে। বাংলাদেশের বিরুদ্ধে শ্রমিক মজুরি, ট্রেড ইউনিয়ন-ইত্যাদি যেসব কথা বলা হচ্ছে, সেগুলো মোকাবিলা করতে হবে। বাংলাদেশের ক্রেতাদেশ ও প্রতিযোগী অনেক দেশেরও ট্রেড ইউনিয়নসহ অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা পরিস্থিতিও এ প্রসঙ্গে আলোচিত হতে পারে। যোগ্যতা-দক্ষতার সঙ্গে মোকাবিলা করতে হবে। তৈরি পোশাক শিল্প রক্ষায় সরকারের দায়-দায়িত্ব বেশি, এটা যেমন সত্য, তেমনি তৈরি পোশাক শিল্প খাতের দুটি মালিক সমিতি- বিজিএমইএ ও বিকেএমইএর দায়িত্ব কম নয়। ব্যবসা তাদের এবং তারাই এই শিল্প খাতের সমস্যা-সংকট, পরিবর্তন-ইত্যাদি মোকাবিলা করেন। আজকের কঠিন সময়ে প্রতিকূল অবস্থায় সঙ্গত কারণেই প্রশ্ন উঠে, এই সমিতি দুটির নেতৃবৃন্দ যথাযথ ভূমিকা পালন করতে পারছেন না কেন? কতিপয় নেতার কারণে পুরো শিল্প খাত সংকটাপন্ন হলে ক্ষতিগ্রস্ত হতে হয় সকল তৈরি পোশাক শিল্প মালিক। শেষ পর্যন্ত এই ক্ষয়ক্ষতির শিকার হতে হয় সাধারণ শ্রমিক ও তাদের পোষ্যদের এবং সর্বোপরি পিছিয়ে পড়বে দেশের অর্থনীতি। অল্প কিছু নেতার মতলবী আচরণের দায় জাতি মেনে নিতে পারে না। তৈরি পোশাক শিল্প খাতের সমস্যা-সংকট শনাক্ত করে সেসব নিরসনের উপযুক্ত পদক্ষেপ নিতে না পারলে, তাদের উচিত হবে সময় থাকতে সরে দাঁড়ানো।

বাণিজ্যমন্ত্রী তোফায়েল আহমেদের মত দক্ষ রাজনীতিবিদরা এখন সরকারে রয়েছেন। তৈরি পোশাক শিল্পের সমস্যা-সংকট এবং দেশী-বিদেশী চক্রান্ত যা কিছু আসুক, তাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সরকারী সহায়তা নিয়ে মালিকপক্ষ বাস্তবোচিত সমাধানে আসতে হবে। সরকারকেও তৈরি পোশাক খাতের বিষয়গুলোকে রাজনৈতিকভাবে দেখতে হবে। তৈরি পোশাক শিল্পের বর্তমান সংকট নিরসন প্রসঙ্গে সিপিডির বিশেষ ফেলো দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেছেন, 'যে পরিবর্তনের কথা বলা হচ্ছে, সে চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করা সম্ভব যদি আমরা সবাই এক থাকি। আশা করি বড় দুই রাজনৈতিক দল এক্ষেত্রে এক হবে। নয়তো পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা, চীন, ভারত, ভিয়েতনামের সাথে প্রতিযোগিতা করে বাংলাদেশের পক্ষে টিকে থাকা কঠিন হবে।' এই খাতে ধ্বস নামলে দেশের অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্ত হবে, কর্মহীন হয়ে পড়বে লাখ লাখ মানুষ এবং অনিশ্চয়তায় মুখে পড়বে প্রায় সাড়ে তিন কোটি মানুষের রুটি-রুজির ব্যবস্থা। এই বাস্তবতা সংশ্লিষ্ট সকলকে স্মরণে রেখে নিজ নিজ অবস্থান থেকে দেশ-জাতির স্বার্থে ভূমিকা পালন করতে হবে।

যায়যায়দিন
Date: 22-02-2014 Page 06, Col 1-2 Size: 16 col*inc

পোশাকশিল্প রক্ষা

পরামর্শগুলো আমলে নেয়া জরুরি

বাংলাদেশের রপ্তানিমুখী বাণিজ্যের অন্যতম পণ্য তৈরি পোশাক। পোশাক রপ্তানির মাধ্যমে দেশটির অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জিত হচ্ছে। কিন্তু বাস্তবতা, নানামুখী ঝামেলা ও দুর্ঘটনা অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির এ খাতটিকে কোণঠাসা করে দিচ্ছে মাঝেমধ্যে। এতে দেশের সার্বিক অর্থনীতির ওপর চাপ সৃষ্টি হচ্ছে। নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে অর্থনীতিসহ এ শিল্পে কর্মরতদের ওপর। দেশের পোশাক কারখানাগুলোয় কর্মরত শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়নের ব্যাপারেও প্রশ্ন তোলা হয়েছে ভোক্তা দেশগুলো থেকে। সাম্প্রতিক সময়ে শ্রমিকবিনাশী বড় কয়েকটি দুর্ঘটনার পর কারখানার কর্মপরিবেশ উন্নয়ন নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রসহ আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় কয়েকটি কারখানার বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট অভিযোগও তুলেছে। যুক্তরাষ্ট্রে সে দেশে শুল্কমুক্ত বাংলাদেশি পণ্যের প্রবেশাধিকার বা জিএসপি সুবিধা স্থগিতও করেছে এই কারণে। বলা যায়, নানা নেতিবাচকতার ভেতর দিয়ে দেশের পোশাকশিল্প এখন আসামির কাঠগড়ায়। অথচ নেতিবাচক দিকগুলো বিবেচনা করে পোশাকশিল্প রক্ষায় দ্রুত দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণের কথা আমরা বারবার বলে এসেছি। এবার একই দাবি তুলেছেন 'চ্যালেঞ্জ অব ইকোনমিক ট্রান্সফরমেশন অ্যান্ড গ্রোথ ম্যানুফ্যাকচারিং অ্যান্ড এগ্রিকালচারাল' শীর্ষক সেমিনারে অংশগ্রহণকারী বক্তারা।

সত্য যে, পোশাকশিল্পের এ ক্রান্তিকালে এ শিল্পের পুনর্গঠন অবশ্যম্ভাবী হয়ে দাঁড়িয়েছে। আধুনিক প্রক্রিয়ার ভেতর দিয়ে এগিয়ে যেতে না পারলে এ শিল্পের সামনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করা সম্ভব নয়। সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিডিপি) আয়োজিত সেমিনারেও উন্নয়নের কিছু পরামর্শ তুলে ধরেছেন বক্তারা। যা বর্তমান বাস্তবতায় প্রাসঙ্গিক বলেই আমরা মরে করি। সরকার যে পোশাকশিল্পের উন্নয়নে আন্তরিক সে বিষয়ে আমাদের কোনো সন্দেহ নেই। সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী জিএসপি সুবিধা ফিরে পেতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে সংশ্লিষ্টদের নির্দেশও দিয়েছেন। সরকার পোশাকশিল্পের জন্য পৃথক অর্থনৈতিক জোন গড়ার উদ্যোগ নিয়েছে বলে আমরা গণমাধ্যমের খবরে জানতে পেরেছি। এটি শুভ উদ্যোগ বলেই প্রতীয়মান হয়।

সেমিনারের কারখানার শ্রমিকদের দক্ষতা বৃদ্ধির সুপারিশ করা হয়েছে। এমনও বলা হয়েছে অনেক সময় ব্যবসা রাজনীতিকে ছাড়িয়ে যায়। আমরাও মনে করি, দল-মত নির্বিশেষে এ শিল্পের উত্তরণে সবার এগিয়ে আসা কর্তব্য। রাজনৈতিক কোনো চাপ যেন পোশাকশিল্পের ওপর না পড়ে সেজন্য উভয় রাজনৈতিক দলের নেতাদের সতর্ক থাকা প্রয়োজন। কারণ দেশের অন্যতম বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী এ খাত একবার যদি পেছনে হাঁটা শুরু করে তাহলে তা ধরে রাখা সত্যিই কঠিন হয়ে দাঁড়াবে।

গুণগতমান উন্নত হওয়ায় বিদেশে বাংলাদেশের তৈরি পোশাকের ব্যাপক চাহিদার কথা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু এ অবস্থা ধরে রাখার জোর চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। সরকার এবং সংশ্লিষ্টদের বুঝতে হবে, আন্তর্জাতিক অঙ্গনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেই পোশাকশিল্পকে টিকে থাকতে হবে। প্রতিযোগী দেশ ভিয়েতনাম, পাকিস্তান ও ভারতের চেয়েও আমাদের উৎপাদনশীলতা বেশি। সুতরাং এ শিল্পে কর্মরতদের জীবনমান উন্নয়নেরও নজর দিতে হবে। পাশাপাশি আরো উৎপাদনশীলতা বাড়াতে কারখানার অবকাঠামোগত উন্নয়নও জরুরি একটি বিষয়। এখন উচ্চপ্রযুক্তির এ যুগে কারখানাগুলোকেও আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তির আওতায় আনার ব্যবস্থা নিতে হবে। সেমিনারের বক্তারা মনে করেন, প্রযুক্তিগত উন্নয়নের জন্য ভারতের টিইউএফএস ফান্ডের আদলে একটি ফান্ড গড়ে তুলতে হবে। এছাড়া এ শিল্পকে গ্রিন শিল্প হিসেবে গড়ে তুলতে শিল্পের যন্ত্রপাতি, অগ্নিনির্বাপক যন্ত্রপাতি ও ইলেক্ট্রনিক যন্ত্রপাতির শুল্কমুক্ত আমদানির ব্যবস্থা করা যেতে পারে। আমরা মনে করি এ বিষয়টির যৌক্তিকতা বুঝে সরকারকে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

পোশাকশিল্পের সঙ্গে যেমন অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি জড়িত, তেমনি জড়িত এ দেশের লাখ লাখ পোশাকশ্রমিকের স্বার্থ। অন্যদিকে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলেও জড়িত দেশের ভাবমূর্তি। ফলে বিষয়টিকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েই বিবেচনা করা সঙ্গত। সুতরাং সার্বিক দিক বিবেচনায় আমাদের প্রত্যাশা, সরকার অবিলম্বে জিএসপি সুবিধা পুনর্বহালের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের শর্তগুলোর পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন এবং পোশাকশিল্প রক্ষায় সেমিনারে উত্থাপিত সুপারিশগুলো বিশেষ বিবেচনায় এনে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণে উদ্যোগ নেবে।

মানবকণ্ঠ
Date: 22-02-2014 Page 04, Col 1-2 Size: 12 Col*Inc

তৈরি পোশাক খাতে নজর দিন

বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন, বেকারত্ব নিরসন, নারীর স্বাবলম্বন এবং দেশের অর্থনীতিকে গতিশীল রাখার ক্ষেত্রে যে ক'টি শিল্পের জোরালো ভূমিকা রয়েছে তার মধ্যে তৈরি পোশাক শিল্প খাত অন্যতম—এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায়। কিন্তু বিভিন্ন কারণে এই শিল্পটিকে নানা বিপর্যয়কর পথ অতিক্রম করতে হয়েছে। বিশ্ববাজারে বাংলাদেশের তৈরি পোশাকের ব্যাপক চাহিদা থাকা সত্ত্বেও আন্তরিকতা, সমন্বয়হীনতা কিংবা উদাসীনতার কারণে বারবার ঝুঁকির মুখে পড়তে হয়েছে। তবে নানা ঝড়-ঝাপ্টা সামলেও শিল্পটি এখনো পরিপূর্ণ সক্ষমতা অর্জনের লক্ষ্যে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে। শ্রমিক ইস্যু, রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা, ব্যাংকিং ব্যবস্থার সুদের হার, কাস্টমস ও বন্দর সমস্যা, অপর্যাপ্ত অবকাঠামো, স্বৈরতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনা এবং প্রশিক্ষণের অভাব বাংলাদেশের পোশাক শিল্পের মূল সমস্যা। এগুলো সম্পর্কে অবগত থেকেও দায়িত্বশীল মহলের অনেকের অসতর্কতা ও যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ না করার কারণে দিন দিন শিল্পটির টিকে থাকা অনিশ্চয়তার মুখে পড়ছে। এমন প্রেক্ষাপটকে সামনে রেখে ২১ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ তারিখে সহযোগী একটি দৈনিকে প্রকাশিত সংবাদ অনুযায়ী ২০ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ তারিখে রাজধানীর রূপসী বাংলা হোটেলে সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি) আয়োজিত এক সেমিনারে মানবসম্পদ উন্নয়ন, অবকাঠামোগত সুবিধা, বাজারে পণ্যের বহুমুখীকরণসহ সামাজিক কমপ্লায়েন্সের আলোকে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নের ওপরই এই শিল্পের অস্তিত্ব রক্ষার বিষয়টি জড়িয়ে আছে বলে মন্তব্য করেন সংশ্লিষ্টরা।

দেশ এবং জাতির স্বার্থে যে কোনো রাজনৈতিক মতদ্বৈততার সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করে তৈরি পোশাক শিল্পের সমৃদ্ধি অব্যাহত রাখার উদ্দেশ্যে শিল্পসংশ্লিষ্ট সব মহলের ঐকমত্যে আসাটা খুব জরুরি তৈরি পোশাক শিল্প রক্ষায় সংশ্লিষ্টরা সর্বোচ্চ আন্তরিকতার সঙ্গে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেবেন—এই প্রত্যাশাই সবার

তৈরি পোশাক শিল্প আমাদের জাতীয় জীবনে অর্থনৈতিক চিত্রকে বদলে দিতে ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে, এটা অস্বীকার করার উপায় নেই। বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের পাশাপাশি বেকারত্ব নিরসন তো বটেই, তুলনামূলকভাবে কম শিক্ষিত অথচ কর্মক্ষম নারীদের জন্য আয়ের একটি নির্ভরযোগ্য খাত হিসেবে আস্থা তৈরি করেছে। সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় বহির্বিশ্বে ব্যাপক সুনাম অর্জন করতেও পেরেছে। তবে প্রযুক্তিনির্ভর বর্তমান বিশ্বে প্রায় সব ক্ষেত্রেই পরিকল্পিত পরিকল্পনা ছাড়া কোনো শিল্পকে বেশি দূর এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। সে ক্ষেত্রে তৈরি পোশাক শিল্পকে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার অধীনে পরিচালিত করা যেমন জরুরি, তেমনি এই শিল্পকে ঘিরে পারিপার্শ্বিক সব ধরনের সমস্যা নিরসনের উদ্যোগ গ্রহণও করতে হবে। পরিকল্পনা গ্রহণ কিংবা শ্রমিক সংশ্লিষ্ট সমস্যার সমাধানই শেষ কথা নয়; একই সঙ্গে এই শিল্পের জন্য স্থিতিশীল পরিবেশ অক্ষুণ্ন রাখাটাও বিবেচনার দাবি রাখে। যে কোনো ধরনের অস্থিতিশীল পরিবেশ এই শিল্পের কতটা বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে নিকট-অতীতে আমরা তার নমুনা দেখেছি। সুতরাং দেশ এবং জাতির স্বার্থে যে কোনো রাজনৈতিক মতদ্বৈততার সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করে তৈরি পোশাক শিল্পের সমৃদ্ধি অব্যাহত রাখার উদ্দেশ্যে শিল্পসংশ্লিষ্ট সব মহলের ঐকমত্যে আসাটা খুব জরুরি। তৈরি পোশাক শিল্প রক্ষায় সংশ্লিষ্টরা সর্বোচ্চ আন্তরিকতার সঙ্গে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেবেন—এই প্রত্যাশাই সবার।

প্রথম আলো
Date: 22-02-2014 Page 10, Col 2-3 Size: 16 col*inc

পোশাকশিল্পের আধুনিকায়ন

শ্রমিকদের প্রশিক্ষণ ও কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করুন

নানা বিপত্তি ও ঝুঁকি থাকা সত্ত্বেও বাংলাদেশের তৈরি পোশাকশিল্প বিশ্ববাজারে স্থায়ী জায়গা করে নিয়েছে। বর্তমানে এ খাত থেকে বাংলাদেশ বছরে দুই হাজার কোটি ডলারের বেশি আয় করছে। আশার কথা, এ খাতে রপ্তানি আয় আরও বেশি করার সুযোগ রয়েছে।

গত বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠিত, দুটি আয়োজনেই তৈরি পোশাকশিল্পের বিষয়টি গুরুত্ব পায়। একটি হলো বেসরকারি গবেষণা সংস্থা সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি) ও ডিএফআইডি-ইএসআরসি গ্রোথ রিসার্চ প্রোগ্রাম প্রজেক্ট (ডিইজিআরপি) আয়োজিত সংলাপ এবং অন্যটি সংশোধিত শ্রম আইন, ২০১৩-এর ওপর এক প্রশিক্ষণ কর্মশালা। প্রথমোক্ত সংলাপে বাণিজ্যমন্ত্রী তোফায়েল আহমেদ ২০২১ সালের মধ্যে তৈরি পোশাক খাতে রপ্তানি আয় পাঁচ হাজার কোটি ডলারে উন্নীত করা সরকারের লক্ষ্য বলে জানিয়েছেন। দ্বিতীয় আয়োজনে মার্কিন রাষ্ট্রদূত ড্যান ডব্লিউ মজীনা বলেছেন, জিএসপি সুবিধা পেতে হলে কারখানার কর্মপরিবেশ উন্নয়নে আরও অনেক কিছু করতে হবে।

এ কথা অনস্বীকার্য যে দেশের তৈরি পোশাকের দ্রুত বিকাশের পেছনে উদ্যোক্তাদের যেমন ভূমিকা আছে, তেমনি এই খাতে কর্মরত শ্রমিকদের অবদানও কম নয়। শুধু জিএসপি সুবিধা পাওয়ার জন্যই নয়, আমাদের তৈরি পোশাক খাতকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করার জন্য এবং শ্রমিকের মজুরি ও কারখানার কর্মপরিবেশ উন্নত করার বিকল্প নেই। মনে রাখা প্রয়োজন যে আমাদের তৈরি পোশাকশিল্পটি গড়ে উঠেছে অপরিকল্পিতভাবে। ফলে কারখানায় কর্মরত শ্রমিকদের জীবনই যে কেবল ঝুঁকিপূর্ণ হয়েছে, তা-ই নয়; জনজীবনেও এর মারাত্মক বিরূপ প্রভাব পড়েছে।

এখন তৈরি পোশাকশিল্পের আধুনিকায়ন এবং পরিকল্পিত শিল্পনগর গড়ে তোলা জরুরি। শ্রমিকদের কর্মস্থলের পাশাপাশি নিরাপদ আবাসের ব্যবস্থা করতে হবে। যেসব শিল্পমালিক এসব শর্ত পূরণ করবেন, তাঁরাই টিকে যাবেন, অন্যদের ঝরে পড়তে হবে। তৈরি পোশাকশিল্পের মালিকদের প্রতিষ্ঠান বিজিএমইএর নেতাদেরও ভোটের রাজনীতির চিন্তা বাদ দিতে হবে। প্রতিটি কারখানার মালিক যাতে আইনকানুন মানেন এবং শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি পরিশোধ করেন, সে জন্য সরকারের কঠোর ও নিয়মিত নজরদারি থাকতে হবে। শ্রমিকদের কর্মপরিবেশ উন্নত হলে বাণিজ্যমন্ত্রী ২০২১ সালের মধ্যে তৈরি পোশাক খাতে রপ্তানি আয় যে পাঁচ হাজার কোটি ডলারে উন্নীত করার কথা বলেছেন, তা বাস্তবায়ন অসম্ভব নয়।

দীর্ঘ মেয়াদে প্রতিযোগিতা করেই বাংলাদেশের তৈরি পোশাক খাতকে টিকে থাকতে হবে; জিএসপি সুবিধা বা অন্যান্য ছাড়ের কথা ভাবলে চলবে না। সে ক্ষেত্রে শ্রমিকদের প্রশিক্ষণের ওপরও জোর দিতে হবে। মালয়েশিয়াসহ অন্য দেশের শিল্পমালিকেরা শ্রমিকদের কল্যাণে মুনাফার একাংশ ব্যয় করতে পারলে আমাদের মালিকদের আপত্তি কোথায়? মনে রাখতে হবে, তাঁরা যে মুনাফা করেন, তার কৃতিত্ব এককভাবে তাঁদের নয়, এর পেছনে শ্রমিকদের মাথার ঘাম পায়ে ফেলা শ্রম আছে। তৈরি পোশাকের বাজারটি যে তাঁরা ধরে রাখতে পেরেছেন, তা এই সস্তা শ্রমের কারণেই। তাহলে শ্রমিকদের জীবনমান বাড়ানোর পদক্ষেপ নেবেন না কেন?